بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম- এর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, অবস্থান, মর্যাদা ও মহত্ত্বের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।
তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

আগের খুতবায় আমি পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের বাণী ব্যাখ্যা করেছিলাম। আজ আমি এই প্রসঙ্গে আরও কিছু উপস্থাপন করব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাকে লেখা তাঁর 'তোহফায়ে কায়সারিয়া' পুস্তক উপহারে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন যে, পবিত্র কুরআন হল গভীর তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ। প্রতিটি আঙ্গিকে এটি ইঞ্জিলের চেয়ে প্রকৃত মঙ্গল শিক্ষা দেয়। বিশেষ করে সত্য ও অপরিবর্তনীয় খোদাকে দেখার প্রদীপ কুরআনের হাতে সমর্পিত। যদি এটি পৃথিবীতে না আসত তাহলে পৃথিবীতে সৃষ্টিবাদের সংখ্যা কত ছুঁয়ে যেত আল্লাহ্ই জানেন। সৌভাগ্যক্রমে, পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া খোদার একত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, "সে যুগে এমন কে ছিল যে এত সাহসের সাথে ভারতবর্ষের সম্রাটের কাছে এই বার্তা পাঠিয়েছিল এবং ইসলাম প্রচার করেছিল?" আজ এরা সেই সব লোক যাদের (সেদিন) ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করার সাহস ছিল না, তারা বলে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম এবং আহমদীয়া জামাত পবিত্র কুরআনের অবমাননা করছে,নাউযুবিল্লাহ, অথচ অমুসলিমরা যারা পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড দেখে ইসলামের বিরোধিতায় এতটাই তারা অন্ধ হয়ে গেছে যে, তারা তাদের হৃদয়ের সন্তুষ্টির জন্য পবিত্র

কুরআনের কপি জ্বালিয়ে দেয়। সুইডেন ও স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মুসলিমরা যদি যুগের ইমামকে মেনে নিয়ে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মেনে চলে তাহলে অমুসলিমরা কখনো এভাবে পবিত্র কুরআনের অবমাননা করার সাহস পাবে না। আল্লাহ্ এই লোকদের হেদায়েত ও বুদ্ধি দান করুন।

পবিত্র কুরআন এখন হেদায়েতের একমাত্র উৎস। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, ইসলাম এমন একটি আশীর্বাদপূর্ণ এবং খোদা প্রেরিত ধর্ম যে, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী পবিত্র কুরআনের অনুশাসনকে মেনে চলে .....সে এই পৃথিবীতেই আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে। কুরআানের শিক্ষা ব্যতীত দুনিয়ার দৃষ্টির আড়ালে থাকা খোদাকে চেনার অন্য কোন মাধ্যম নেই। যুক্তির রঙে ও স্বর্গীয় নিদর্শনের রঙে খুব সহজভাবে পবিত্র কুরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার পথ দেখায়।.... এর মধ্যে কল্যাণ এবং একটি আকর্ষণীয় শক্তি রয়েছে যা খোদার সন্ধানকারীকে খোদার দিকে আকর্ষণ করে এবং তাকে জ্যোতি, শান্তি ও তৃপ্তি দেয়। পবিত্র কুরআনে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী দার্শনিকদের মতো বিশ্বাস করে না যে, এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশ্বের স্রষ্টা কাউকে হতে হবে। বরং, সে একটি ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে..... এবং বিশ্বাসের চোখ দিয়ে দেখে যে তিনি আসলেই আছেন। আর যে এই পবিত্র বাণীর আলো প্রাপ্ত হয় সে শুষ্ক যুক্তিবাদীদের মত খোদাকে 'একমাত্র অংশীদার বিহীন' (ওয়াহিদ লা শরিক) মনে করে না। বরং, শত শত উজ্জ্বল নিদর্শন যা তাকে হাত ধরে অন্ধকার থেকে বের করে আনে, সে তখন সত্যই লক্ষ্য করে যে প্রকৃতপক্ষে ও ঐশী গুণাবলীতে আল্লাহ্‌র কোন অংশীদার নেই। এবং শুধু তাই নয়, তিনি কার্যত বিশ্বকে দেখান যে তিনি খোদাকে এমনভাবে মনে করেন, আর খোদার একত্বের মাহাত্ম্য তার অন্তরে এতটাই লীন হয়ে যায় যে ঐশী সঙ্কল্পের সামনে সে সমস্ত জগৎকে মৃত কীট বরং একেবারেই কিছুই না ও সম্পূর্ণ অকার্যকর মনে করে।

অতঃপর পবিত্র কুরআনের জ্ঞানগত এবং হেদায়েতের বাস্তবসম্মত পরিপূর্ণতা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটাও মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনে শিক্ষাগত ও বাস্তবসম্মত পরিপূর্ণতার নির্দেশনা রয়েছে। **ইহদিনাস-সিরাতা**'য় জ্ঞানের পরিপূর্ণতার দিকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং ব্যবহারিক পরিপূর্ণতার বয়ান **সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলায়হিম** এর মধ্যে বর্ণিত। তিনি (আ.) বলেছেন, যে ফলাফল সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হবে তা অর্জিত হবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের জন্য সে সব লোকের পথ অনুসরণ করার দোয়া এটি, যারা পুরস্কারপ্রাপ্ত, নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ অর্থাৎ নেককার। এসব লোকের দৃষ্টান্তও নিবর্তমান। এমনকি এই যুগেও এমন কিছু লোক আছে যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পুরষ্কার দান করেন। তিনি (আ.) বলেন, "যেভাবে একটি গাছ লাগানোর পরে যতক্ষণ না তা পূর্ণ বৃদ্ধি পায়, সেটি ফুলে ফলে শোভিত হয় না, ঠিক একইভাবে, যদি কোন হেদায়েতের সর্বোচ্চ ও নিখুঁত ফলাফল না পাওয়া যায়, তবে এটি একটি মৃত হেদায়েত।"....পবিত্র কুরআন হল এমন একটি (হেদায়েত) নির্দেশিকা যার অনুসরণকারী উচ্চ স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে এবং সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে, এমনকি তার পূণ্য কর্মগুলি একটি উত্তম বৃক্ষে পরিণত হয়ে তার কর্ম ফল প্রদান করে।

কুরআন মজিদ এমন একটি পবিত্র গ্রন্থ যা সেই সময়ে পৃথিবীতে এসেছিল যখন প্রচুর নৈরাজ্য বিস্তারলাভ করে ছিল এবং অনেক খারাপ বিশ্বাস ও কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। এ দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: **যাহারাল ফাসাদু ফিল বার্‌রে ওয়াল বাহরে অর্থাৎ** সমস্ত মানুষ, তা আহলে কিতাবের হোক বা অন্যরা, প্রত্যেকে কুসংস্কারে ভুগছিল এবং পৃথিবীতে বড় ধরণের ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই, এ সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খন্ডন করার জন্য সর্বশক্তিমান খোদা পবিত্র কুরআনের মতো

একটি নিখুঁত ঐশী কিতাব পাঠিয়েছেন আমাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে সূরা ফাতিহা যা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা হয়, তাতে সার্বিক বিশ্বাসের ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন, **আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন,** অর্থাৎ সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। **আর-রহমান** অর্থাৎ অযাচিত-অসীম দাতা। তিনি কর্ম ব্যতীত সৃষ্টিকর্তা এবং কর্ম ছাড়াই প্রতিদানকারী। **আর্-রহিম** -আপনি যা করবেন, এটি আপনাকে তার ফল প্রদান করবে। দোয়া করবেন, সেটি গ্রহনীয়তার মর্যাদা দান করবেন। তিনি হলেন **মালিকি ইয়াওমিদ্দিন**। অর্থাৎ বিচার দিবসের মালিক। আর বিচার এই দুনিয়াতেও আছে আর আখিরাতেও। তিনি (আ.) বলেন, এই চারটি গুণের মধ্যে দুনিয়ার যাবতীয় ফিরকার বর্ণনা করা হয়েছে। এখন যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এটি পাঠ করে তাহলে সে অনেক ঐশী তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **পবিত্র কুরআন হল একটি অলৌকিক মো'জেযা**। মো'জেযা এমন একটি অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনা যে প্রতিপক্ষ এর বিরুদ্ধে কোন উদাহরণ পেশ করতে অক্ষম। পবিত্র কুরআনের অলৌকিক মো'জেযা আরব দেশের সকল অধিবাসীদের সামনে পেশ করা হলেও আরবের সকল অধিবাসী তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। তাই মো'জেযার বাস্তবতা বোঝার জন্য পবিত্র কুরআনের বাণীগুলো একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল উদাহরণ। এর বাণীটি অত্যন্ত বাগ্মী ও প্রাঞ্জল। এটি এমনই এক বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা যে তেরো শত বছর অতিবাহিত হলেও কেউ তার মোকাবেলা করতে পারেনি। এটাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো নেই, এটা কে করতে পারে? এটি অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে অসাধারণ পাঠ হিসাবে বর্ণনা করে থাকে। অতএব, আসল এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল মো'জেযা (অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনার) মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বা ধার্মিক ও বিধর্মীর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করা। ধর্মের আসল সত্য সর্বশক্তিমান খোদার পরিচয়ের সাথে সম্পর্কিত। একটি সত্য ধর্মের জন্য, এমন লক্ষণগুলি তার মধ্যে পাওয়া আবশ্যক যা সুস্পষ্টভাবে এবং সুনিশ্চিতভাবে সর্বশক্তিমান খোদার অস্তিত্বকে নির্দেশ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যে ধর্ম খোদার জ্ঞান ত্যাগ করে, তা মৃত ধর্ম যা থেকে কেউ বিশুদ্ধ পরিবর্তন লাভ করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, তাহলে কে ঠিক করবে যে এই গ্রন্থে লেখা যুক্তিবাদী বিষয়গুলো আসলে ঐশীবাণী। তারা কখন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ তুলে ধরতে পারে এবং কখন একজন সত্য অনুসন্ধানকারী সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারে যে কেবলমাত্র সেই যৌক্তিক বিষয়গুলি অবশ্যই খোদার আয়াতের মতো এবং কখন সে সন্তুষ্ট হতে পারে যে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত? তাই যদি ধর্ম তার সত্যের কারণ ব্যাখ্যা করে শুধুমাত্র কিছু বিষয় যুক্তি বা দর্শনের আকারে তুলে ধরে এবং স্বর্গীয় নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়গুলো দেখাতে অক্ষম হয়, তাহলে এমন ধর্মের অনুসারীরা ভ্রান্ত হয়ে অন্ধকারে মারা যাবে। খোদার অস্তিত্বকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করার জন্য দায়িত্বশীল না হলে সে ধর্ম কিছুই নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই অবস্থানটিই অর্জনের আমাদের চেষ্টা করা উচিত। নিদর্শন দ্বারা, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে চিনুন। তবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র বাস্তবতা মানুষের কাছে প্রকাশ পাবে। মহান আল্লাহ্‌র রহমতে, জামাতে আহমদীয়াতে এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে যে, অ-ধর্মবাদী এবং যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তাদেরকেও খোদার অস্তিত্বের প্রতি আশ্বস্ত করা হয়েছে। তাদেরকে যৌক্তিক যুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর যখন নিদর্শন দেখানো হয়েছিল এবং ঘটনাগুলি বর্ণনা করা হয়েছিল, তখন তারা ধর্মে বিশ্বাস করেছিল এবং ইসলামেও বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বেলজিয়ামের

এক নাস্তিক বন্ধু বয়াতের অঙ্গীকার করে বলেন যে, আমি যখন খোদার অস্তিত্বকে মেনে নিলাম, তখন আমার সামনে আহমদীয়ত ও প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না এবং এই পথ আমাকে আহমদীরা দেখিয়েছিলেন, তাই আমি আহমদী মুসলিম হয়েছি। হায়, আমাদের বিরোধীরা তত্ত্বজ্ঞানের এসব কথা শুনতে চায় না এবং পবিত্র কুরআনকে বিকৃত করার অভিযোগ আনে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, পবিত্র কুরআন প্রতিটি ঘটনাকে নবী করীম (সা.) ও ইসলামের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এসব ঘটনাগুলির ভবিষ্যদ্বাণীও নিখুঁতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। অতএব, পবিত্র কুরআন হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম ঐশী জ্ঞানের নদী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সাগর। পবিত্র কুরআন ছাড়া কেউ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতে পারে না এবং এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ করে পবিত্র কুরআনে রয়েছে যে এটির মাধ্যমে খোদা এবং মানুষের মধ্যেকার বাধা দূরীভূত হয়। পবিত্র কুরআনের দুটি অংশ রয়েছে একটি কাহিনী এবং অন্যটি অনুশাসন। কিছু জিনিস কাহিনীর রঙে এবং কিছু আদেশ নির্দেশনার রঙে। যারা এর মধ্যে পার্থক্য করে না তারাই পবিত্র কুরআনে আপত্তির কারণ (প্রমাণ করতে সচেষ্ট) হয়।

এই নিবন্ধটি চলছে এবং আমি সময়ে সময়ে তাঁর (আ.) বক্তব্য বর্ণনা করব। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সঠিকভাবে অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

(ঐতিহাসিক ২০ ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিও এই খুতবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হল। ধন্যবাদ

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
10 February 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক ঘোষিত
মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন,

"পরম দয়ালু ও করুণাময়, সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশক্তিমান খোদা (যিনি মহা মর্যাদাবান গৌরবময় নামের অধিকারী) আমাকে সম্বোধন করে আপন ইলহামে বলেছেন,

'আমার সমীপে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী তোমাকে আমি দয়ার একটি নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কাকুতি-মিনতি শুনেছি এবং গ্রহণ করেছি আর তোমার সকল দোয়াকে নিজ কৃপাগুণে গ্রহণ করেছি আর তোমার (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) সফরকে তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। অতএব শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সাফল্যের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম।

খোদা এ কথা বলেছেন, যেন জীবন প্রত্যাশীরা মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে। যারা কবরে চাপা পড়ে আছে তারা বেরিয়ে আসে, যেন বাণীর মর্যাদা মানবজাতির সামনে প্রকাশিত হয়, সত্য স্বীয় কল্যাণরাজিসহ উপস্থিত হয়, মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ যেন বুঝতে পারে, আমিই সর্বশক্তিমান, যা চাই তা-ই করে থাকি। আর তারা যেন নিশ্চিতভাবে জেনে নেয়, আমি তোমার সঙ্গে আছি। যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, খোদা ও তাঁর ধর্ম এবং তাঁর কিতাব ও পবিত্র রসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য বলে মনে করে - তারা যেন একটি স্পষ্ট নিদর্শন লাভ করে এবং অপরাধীদের পথ চিহ্নিত হয়ে যায়।

অতএব তোমার জন্য সুসংবাদ! এক সুদর্শন ও পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে। তুমি এক মেধাবী পুত্র লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত হবে। সুদর্শন পবিত্র পুত্র তোমার অতিথি হয়ে আসছে। তার নাম হবে আনমোয়াইল ও বশীর। তাকে পবিত্রাত্মা দেয়া হয়েছে এবং সে পঙ্কিলতামুক্ত আর আল্লাহ্‌র জ্যোতি। কলাণময় সে- যে উর্দ্ধলোক থেকে আসে। তাঁর সঙ্গে ফযল থাকবে - যা তার আগমনের সাথে আসবে। সে প্রতাপের অধিকারী, ঐশ্বর্যশালী ও সম্পদশালী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার নিরাময়ী বৈশিষ্ট্য ও পবিত্র আত্মার কল্যাণে অনেককে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে খোদার এক নিদর্শন- কারণ তাঁর করুণা ও প্রবল মর্যাদাবোধ তাকে মর্যাদার নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছে। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাবান ও কোমলমতি হবে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝতে পারি নি)। সোমবার, শুভ সোমবার। স্নেহাস্পদ ও সম্মানিত প্রিয় পুত্র।

অনাদি ও অনন্ত সত্তার এবং সত্য ও মাহাত্ম্যের বিকাশস্থল, যেন আল্লাহ্ স্বয়ং উর্দ্ধলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। যার আগমন অত্যন্ত কল্যাণময় এবং ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসছে, জ্যোতি! খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভে সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন পবিত্র আত্মা ফুঁকে দেব এবং খোদার ছায়া তার শিরে বিরাজমান থাকবে। সে তাড়াতাড়ি বড় হবে, বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত হবে। এরপর সে তার আত্মিক উন্নতির পরম মার্গে উত্তোলিত হবে। ওয়া কানা আমরাম মাকযিয়া (তথা এটি একটি অবধারিত বিষয়।)"

(২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বঙ্গানুবাদ)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়: বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান